দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 5 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

প্রাথমিকে সৃষ্টি হচ্ছে ২৬ হাজার শিক্ষকের পদ

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ভিত আরও মজবুত করার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া বিশ্বমানের প্রাইমারি এডুকেশন নিশ্চিত করতে চায় মন্ত্রণালয়টি।

সরকার স্কুলের জাতীয়করণ, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতিসংঘের এসডিজি অর্জন, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, শিক্ষানীতি-২০১০ এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। গত আট বছরে প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বমানের শিক্ষায় অন্তরায় শিক্ষক সংকট

বিশ্বমানের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে সবই করবে সরকার। সবার আগে দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন; সেটাও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের পাঠদানে আরও বেশি দক্ষ করতে শিক্ষকদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকস্বল্পতা পূরণে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য সহকারী শিক্ষকের প্রায় ২৬ হাজার পদ সৃজন করা হচ্ছে। নতুন করে জাতীয়করণকৃত স্কুলে এসব পদ সৃজন হলে প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাক-প্রাথমিকে একজন করে সহকারী শিক্ষক থাকবে। স্ট্যান্ডার্ড প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য শিক্ষক সংকট প্রধান অন্তরায়। এ সংকট নিরসনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মেয়াদের সময় ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণ করেন। এসব জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের পদ সৃজনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিকে এর আগে প্রথম ধাপে ৩৭ হাজার ৬৭২টি পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ২০১২-১৫ সালের মধ্যে তাদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়। 'ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রাইমারি এডুকেশন' নিশ্চিত করার লক্ষ্য জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, নতুন জাতীয়করণকৃত স্কুলগুলোয় প্রাক-প্রাথমিকের জন্য ২৫ হাজার ৮৫৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজন করা হচ্ছে। এসব পদ অনুমোদনে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো প্রক্রিয়াধীন। প্রাক-প্রাথমিকসহ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

প্রাথমিকে সৃষ্টি হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক সংকট পূরণ হলে একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি পাবে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক সংকট নিরসনের সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষাবিদ ড. কাজী এহসানুল চৌধুরী বলেন, আমাদের অবকাঠামো এখন অনেকটা উন্নত। উন্নীত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারেও অভ্যস্ত করা হচ্ছে খুদে শিক্ষার্থীদের। তাদের পাঠদান হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের মাধ্যমে।

তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপযুক্ত কারিকুলাম, শ্রেণিকক্ষ, পাঠদান, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে লেখাপড়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করবে বলে মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে মানসম্মত করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উঁচুমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি সম্ভব নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের সৎ, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়েই শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এই ভিত মজবুত না হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মানও দুর্বল হবে।

প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩ লাখ ২২ হাজার ৭৬৬। এর মধ্যে বর্তমান সরকারের সময় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার ১০০ জনকে। প্রাথমিক স্কুলগুলোয় প্রধান শিক্ষক শূন্যপদে পূরণে ইতোমধ্যে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে ১৬ হাজার শিক্ষককে চলতি দায়িত্ব দিচ্ছে সরকার। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হচ্ছে। যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ নেই সেসব বিদ্যালয়ে আগে সোলার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের সরঞ্জাম দেওয়া হবে। শিশুদের ছোট থেকে তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়গুলোয় অভ্যস্ত করতে এ উদ্যোগ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর